ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

বক্তব্য
জনাব হোসেন খালেদ
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

সৌজন্য সাক্ষাৎ

জনাব মো. নজিবুর রহমান
মাননীয় চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

তারিখ ঃ ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ ইং

স্থানঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে
ঢাকা, বাংলাদেশ

ISO 9001
International Standards Certifications

The first ISO certified
Chamber in Bangladesh

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো. নজিবুর রহমান এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতে সভাপতি ডিসিসিআই হোসেন খালেদ এর বক্তব্য।

তারিখ ঃ ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ ইং
সময় ঃ দুপুর ০১:৪৫ ঘটিকা
স্থান ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে, ঢাকা, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান, জনাব মো. নজিবুর রহমান
- উপস্থিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- উপস্থিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও চেম্বারের সেক্রেটারী জেনারেল,
- সাংবাদিক বন্ধুগণ;

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় চেয়ারম্যান,

প্রথমেই আমি **ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)** এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাতের জন্য শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় দানের জন্য আপনার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহান শহীদ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাসে স্মরণ করছি নাম জানা ও না জানা বীর শহীদদের এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল জাতীয় নেতাদের।

মাননীয় চেয়ারম্যান,

আমরা অবহিত যে, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সঠিক রাজস্ব নীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই **সুষ্ঠু রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রসার, রপ্তানি বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।** সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে **ঢাকা চেম্বার বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম বাণিজ্য সংগঠনের** পক্ষ থেকে আপনাকে সব ধরনের সহায়তার ব্যাপারে আবারো আশ্বস্ত করতে চাই।

মাননীয় চেয়ারম্যান,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বর্তমান রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ব্যবসায়ী সমাজকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। চলতি বাজেটের আওতায় এই ক্ষতি যাতে কিছুটা হলেও পূরণ হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করছি। যদিও বর্তমানে ব্যংকগুলোতে অতিরিক্ত অর্থ মজুদ আছে কিন্তু তার পরেও কনফিডেন্স এবং বটল এর কারণে নতুন কোন বিনিয়োগ হচ্ছে না। এছাড়াও অতিরিক্ত সুদ এবং কষ্ট অব বিজিনেস বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারের ব্যবসা-বান্ধব বাজেট বাস্তবায়নে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

মাননীয় চেয়ারম্যান,

আয়কর জমা দেয়ার পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে জটিল হওয়ায় ডিসিসিআই সদস্য এবং ব্যবসায়ীরা যাতে আয়কর বিবরণী সহজ ভাবে জমা দিতে পারে এর জন্য ডিসিসিআই প্রতি বছর ট্যাক্স গাইড প্রকাশ করে আসছে।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ঢাকা চেম্বার প্রতি বছরই জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে প্রস্তাবনা তৈরি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করে থাকে। **বেসরকারি খাতের বৃহত্তম প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের বাজেট প্রস্তাবনাকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সব সময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।**

এজন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আগামী জাতীয় বাজেটেও ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাব বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় চেয়ারম্যান,

ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি ঃ

১. **কালো টাকার উৎস বন্ধ ঃ** এ বছর থেকে সরকার কালো টাকা সাদা করার স্কীম বন্ধ করে দিয়েছে এজন্য আমরা সাদুবাদ জানাই। আমরা মনে করি স্কীম বন্ধ করলেই হবে না সাথে সাথে কালো টাকা উৎস বন্ধ করতে হবে। এজন্য ডিসিসিআই সব ধরনের সহযোগিতা দিতে আশস্ত করছে।

২. **Dhaka Customs House Automation (DCHA) ঃ** সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের (পিপিপি) ধারণার আলোকে ২০০৯ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুবিধার্থে ডিসিসিআই ডাটাসফ্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেসকে নিয়োগ করে ঢাকা কাস্টমস হাউজ অটোমেশন প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্পটির কার্যক্রম Conversion করে ASYCUDA World programme এর আওতায় আনা হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি বর্তমানে সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, DCHA প্রকল্পে ব্যবহৃত হার্ডওয়্যার (নয়টি সার্ভার) DCH ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে এবং সেগুলো DCH কে প্রদানের অনুরোধ করে ডিসিসিআইকে পত্র দিয়েছে। ডিসিসিআই অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই হার্ডওয়্যারগুলো DCH তথা NBR কে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে প্রদান করবে।

৩. **উপজেলা পর্যায়ে আয়কর মেলা আয়োজন ও E-TIN সেবা ঃ** তৃণমূল পর্যায়ে আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছর হতে এনবিআর এবং ডিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে আয়কর মেলা আয়োজনের জন্য এনবিআর এর মাননীয় সাবেক চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব মোঃ গোলাম হোসেন প্রস্তাব করেন এবং এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের আহ্বান জানান। এ আলোকে ডিসিসিআই এর পক্ষ হতে একটি খসড়া সমঝোতা চুক্তিনামা প্রস্তুত করে এনবিআরে প্ররণ করা হয়েছিল (সূত্রঃ ডিসি/আরসি/২০১৪/২৩৮৯, তারিখঃ ৩০ নভেম্বর ২০১৪)। এছাড়াও "DCCI Help Desk" এর মাধ্যমে E-TIN সেবা প্রদানের কার্যক্রম চালুর জন্য ডিসিসিআই এনবিআরের নিকট আবেদন জানিয়েছে ছিল (সূত্রঃ ডিসি/ডিও/২০১৩/১৬৬৩, তারিখঃ ১৯ অক্টোবর ২০১৩)। এ ব্যাপারে আপনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কামনা করছি।

৪. **বিনিয়োগ স্বল্পতা ও রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি ঃ** বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ ও অবকাঠামোর অভাবে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বর্তমানে চলতি ছয় মাসে **বিনিয়োগ কম হওয়ায় প্রায় ২ হাজার ৪ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি** দেখা গিয়েছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর খাতে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৭২০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ডিসিসিআই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন আনুমানিক ২,০০০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। সে হিসাবে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা আনুমানিক অর্ধেক নির্ধারণ করা হলেও গত ৩৬ দিনে এর বিপরীতে ৭৩৮৩.৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে। **এমতাবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ আহরণে যেন ব্যবসায়ীদের উপর নতুন করে কোন কর আরোপ করা না হয় সে আহবান জানাচ্ছি।**
(১৪৯৭২০/৩৬৫=৪১০.১৯*৩৬=১৪৭৬৬.৯/২=৭৩৮৩.৪৫)

৫. **কর প্রদানে বিশেষ ছাড় প্রদান ঃ** ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু বিগত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে ব্যবসায়ীরা আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি। এতে করে সঠিক সময়ে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এমতাবস্থায় এসকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে বিশেষ ছাড় প্রদান করতে হবে এতে ব্যবসায়ীরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানকারী ব্যবসায়ীদের ন্যূনতম ৫০% মওকুফের আহবান জানাচ্ছি।

৬. **Port Charges, Demurrage & Penalties মওকুফ ঃ** বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ হওয়ার কারণে, বর্তমান চলিত হরতাল-অবরোধ এর ফলে বিভিন্ন বন্দর থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পণ্য খালাস হচ্ছে না, ফলে **ব্যবসায়ীদেরকে অতিরিক্ত বিভিন্ন Port Charges, Demurrage & Penalties বহন করতে হচ্ছে। তাই বর্তমান রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সকল ধরনের Port Charges, Demurrage & Penalties এ ন্যূনতম ৫০% মওকুফের আহবান জানাচ্ছি।**

৭. **করদাতার আওতা বৃদ্ধি ঃ** সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ আসে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। করের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হতে পারবে না এবং রাজস্ব আয়ও বাড়বে না। বরং তা নতুন ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে নিরুৎসাহিত করবে। এটা হতাশাজনক যে, **১৬ কোটি জনসংখ্যার এ দেশে মাত্র ১৮ লক্ষ লোকের আয়কর সনদ থাকলেও চলতি করবর্ষে তিন দফা সময় বাড়ানোর পরও প্রায় ৮ লাখ ৪৫ হাজার ব্যক্তিশ্রেণির করদাতা তাদের রিটার্ন বা আয়কর বিবরণী জমা দিয়েছেন।**

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে কর হার বৃদ্ধি না করে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে করদাতার আওতা বৃদ্ধি করার জন্য জোরালো সুপারিশ করছি। কারণ, কর হার বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে আর বাড়ানো সম্ভব হবে না। তাই করদাতার আওতা বৃদ্ধি করা ছাড়া রাজস্ব আয় বৃদ্ধির আর কোন বিকল্প নেই।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের সম্মানার্থে সীমিতভাবে হলেও ট্যাক্স কার্ড প্রদান শুরু করেছে। ঢাকা চেম্বার আশা করে শুধুমাত্র VIP-দের ট্যাক্স কার্ড প্রদান না করে সকল করদাতার জন্য ট্যাক্স কার্ড প্রদান করতে হবে যাতে করদাতাগণ কর প্রদানের জন্য গর্ব করতে পারেন।

ট্যাক্স কার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী/স্বামী, ছেলে-মেয়েরা নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এবং পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় আমন্ত্রিত হবেন। এছাড়াও অন্যান্য সুবিধা যেমন স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যলিয়ে সন্তান ভর্তিতে, হোটেল বুকিংএ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যাতে সবাই কর প্রদানে উৎসাহিত হয়।

৮. **নতুন ভ্যাট আইন ২০১২ ঃ** নতুন ভ্যাট আইন সহ সকল আইন ব্যবসাবান্ধব, অসঙ্গতি ও জটিলতা কাটিয়ে সহজিকরণ করতে হবে। এছাড়া নতুন ভ্যাট আইনে সরকার খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমরা মনে করি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য নিদিষ্ট পরিমান ভ্যাট আরোপ করা যেতে পারে, যা প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর পরিমার্জন করা যেতে পারে।

৯. **চেম্বার ও ট্রেড বডির উপর কর প্রত্যাহার ঃ** আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, দেশের চেম্বার সমূহ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এ ধররেন প্রতিষ্ঠানসমূহ আয় ও লাভের পরিমান অত্যন্ত কম। চেম্বার গুলো তাদের আয়ের একটি বড় অংশ ব্যবসায়ীদের সাহায্যার্থে গবেষনা, প্রকাশনা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করে থাকে। কিন্তু **বর্তমানে চেম্বার এবং ট্রেড বডিসমূহের সুদ বা মুনাফা আয় এবং ব্যবসা আয় এর উপর কর আরোপ করা হয়েছে।** (এস.আর.ও. নং ২১৬-আইন-আয়কর/২০১২, তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০১২ ইং)। **এ ধরনের করারোপের ফলে বেসরকারি খাত কর্তৃক গৃহীত জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।** চেম্বারের সকল ধরনের আয়কে পূর্বের ন্যায় কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করছি এবং এ লক্ষ্যে চেম্বারকে TIN (Tax Identification Number) এর আওতার বাহিরে রাখা প্রয়োজন।

১০. **দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা ঃ যে সকল চূড়ান্ত পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে সে সকল চূড়ান্ত পণ্য (Finished goods) আমদানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।** সেই সাথে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর যাতে

কোনক্রমেই চূড়ান্ত পণ্যের ন্যায় ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ করা না হয়, সে ব্যাপারে আরো যত্নশীল হওয়ার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করছি। ইমপোর্ট সাবসিটিউট শিল্প কে উৎসাহিত করতে হবে।

১১. Automobile এবং Automotive শিল্প ঃ আমদানি নির্ভর প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার অটোমোটিভ শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ শিল্প কে ইমপোর্ট সাবসিটিউট শিল্প হিসেবে উৎসাহিত করতে হবে। আর এমন হলে দেশ আমদানি বিকল্প গাড়ি উৎপাদনের পাশাপাশি মটর পার্টস রপ্তানিতেও সক্ষম হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনে D-8 সভার আলোচনা সাপেক্ষে অটোমোবাইল শিল্পের জন্য যে Policy Guideline এবং Roadmap গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে হবে। অটোমোটিভ শিল্পকে জাহাজ শিল্পের ন্যায় একটি আলাদা শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এ শিল্পের বিকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এ শিল্পে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালা ও কর রেয়াতের সুবিধা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২. পাট শিল্পের উপর Duty Draw back ঃ পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর duty draw back দেয়ার বিধান থাকলেও বর্তমানে DEDO Office কার্যক্রমটি স্থগিত করে রেখেছে। পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে সাধারণত Secondary Buyer এর উপর PRC ইস্যু করায় DEDO Office, duty draw back কার্যক্রম বন্ধ করে রেখেছে, যা আইনের পরিপন্থী।

DEDO Office **১০০% রপ্তানিমূখী Bonded প্রতিষ্ঠানের** ব্যবহৃত গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের এর উপর পরিশোধিত মূসক ফেরত প্রদান করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানিতে ব্যবহৃত Local Goods এর উপর Cash Incentive প্রদান করেন। যেসব প্রতিষ্ঠান Bond License ভূক্ত শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে Bond এর হিসাব বাদ দিয়ে Cash Incentive প্রদান করা হয়। Bond সুবিধা ও Cash Incentive সুবিধা একই সময়ে গ্রহণ করার বিধান থাকার পরও গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর duty draw back সুবিধা প্রদানের কার্যক্রমটি DEDO Office স্থগিত করে রেখেছে।

DEDO Office এর বক্তব্য বন্ড সুবিধা ও cash incentive সুবিধা ভোগ করলে গ্যাস ও বিদ্যুতের উপর duty draw back সুবিধা দেওয়া হবে না। সেক্ষেত্রে ২৫৭-আইন/২০০৫/৪৪ তাং ০৯-০৬-২০০৫ইং এর আলোকে গ্যাস ও বিদ্যুতের পরিশোধিত মূসক এবং স্থানীয় কাঁচামালের উপর cash incentive এর অনুরোধ করছি।

Actual বা প্রকৃত হারে duty draw back এর ক্ষেত্রে Co-efficient আগে পরে হওয়ার কোন বিধান না থাকার পরও duty draw back প্রদানে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

১৩. মূল্য ঘোষণা ঃ প্রতিটি ভ্যাট ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে একটি নূন্যতম মূল্য ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যখন এর অধিক হারে মূল্য ঘোষণা করা হয়, তখন বাড়তি হারের মূল্যকে প্রধান্য প্রদান করা হয়, যা অযৌক্তিক।

১৪. Non-Banking Financial Institution ঃ Non-Banking Financial Institution (NBFI) বাণিজ্যক ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই **কর আরোপের ক্ষেত্রেও উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।** যেহেতু ধারা ২৮ (৩) এ NBFI এর কথা উল্লেখ নেই, তাই কর কর্তৃপক্ষ শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এই ক্ষেত্রে সুবিধা দিয়ে থাকে। তাই **অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের সুদের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ (৩) এ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি Non-Banking Financial Institution (NBFI) কে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।**

১৫. Income Tax Ordinance, 1984 এর sub-section (2) of section 53H "financial institution" এর যে সংজ্ঞা আছে তা Financial Institutions Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) এ "financial institution" এর সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৬. **Merchant Bank এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৭.৫% থেকে হ্রাস করে অন্যান্য লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় ৩৫% করার অনুরোধ করা হচ্ছে। Listed Companies এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ২৭.৫% থেকে হ্রাস করে ২৫% এবং brokerage operations এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% করার অনুরোধ করা হচ্ছে।**

১৭. DSE এর লেনদেন গত পাঁচ বছরে ৭০% হ্রাস পেলেও Turnover এর উপর AIT তে কোন পরিবর্তিন আনা হয়নি। আমরা Turnover এর উপর AIT বর্তমান .০০০৫ থেকে .০০০২৫ এ পরিবর্তিন করার আবেদন করছি। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে।

১৮. **Foreign capital gain tax rate বর্তমান ১০% থেকে শুন্য শতাংশ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। Free Float for MNC এর ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন সুবিধা প্রদান করা হয় না। যদি কোন MNC নূন্যতম ৩০% অথবা অর্ধেক এর বেশি শেয়ার বাজারে Float করে থাকে তবে তাকে ৫% TAX ছাড় দেয়া যেতে পারে।**

১৯. **ব্যাক্তিগত আয়কর সীমা ঃ** বর্তমান মাথাপিছু আয় ও মুল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবজরের জন্য ব্যাক্তিগত আয়কর সীমা ২,৭৫,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা করদাতাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়কর সীমা ৪,০০,০০০/- টাকা এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়কর সীমা ৪,৫০,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করছি।

২০. **Corporate social Responsibility ঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate social Responsibility (CSR) সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত করতে হবে।** CSR এর জন্য অনুমোদিত খাত রাখার প্রস্তাব করছি।

২১. **Nill VAT Return ঃ** আমদানীকারকদের আমদানী সনদ থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে আমদানী না করলেও তাদের প্রতি মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে Nill VAT Return জমা দেয়ার বিধান বিদ্যমান রয়েছে। **এমতাবস্থায় যাদের আমদানী সনদ আছে কিন্তু প্রতি মাসে আমদানি করেন না তাদের প্রতি মাসে Nill VAT Return জমা দেয়ার পরিবর্তে বছরে সর্বোচ্চ এক বার নিল ভ্যাট রিটার্ন জমা দেয়ার বিধান চালু করার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।** এতে করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আর্থিক কোন ক্ষতি হবে না বরং ব্যবসায়ীরা অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং কর প্রদানে আরো উৎসাহিত হবেন।

২২. **আয়কর মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ** আমরা মনে করি সকল ধরণের শিক্ষা খাতকে মূসক ও করের আওতামুক্ত রাখা সমীচীন। এতে শিক্ষার প্রসার এবং প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিকিকরণ নয় বরং সকলের জন্য শিক্ষাকে অবারিত রাখাই আমাদের প্রত্যাশা। শিক্ষা প্রসারের জন্য বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাগজের উপর কর মওকুফ করা দরকার। একই ভাবে সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরীতে অনুদান করমুক্ত করার জন্য আবেদন করছি।

২৩. **ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর ভ্যাট প্রত্যাহার ঃ** ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর ১৫% মূসক ধার্য থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যে মূল্য পরিশোধ করতে হয় তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে বর্তমানে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট প্রত্যাহার করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

২৪. **HS Code সুনির্দিষ্টকরণ ঃ** সফ্টওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য নির্ধারিত HS Code সুনির্দিষ্ট না থাকায় প্রায়শই সঠিকভাবে এ কোড □□□□□খকরা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় সফ্টওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য HS Code সুনির্দিষ্টকরণের প্রস্তাব করছি। শ্রেণী বিন্যাসের বৈষম্যের কারণে একই প্রকৃতির পণ্য আমদানীতে ৫ গুণ বেশি শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। এটি আইটি অবকাঠামো গঠনের পথে অন্তরায়। এর ফলে ডিজিটাল ক্লাস□□□ রুম, ল্যাব, ই-সেবা কেন্দ্র, ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের নেয়া উদ্যোগ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে।

২৫. কর সমতা বিধান ঃ আর্ন্তজাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা/বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কর সমতা বিধান করতে হবে।

২৬. Travel Agents-দের Agency Commission ঃ Travel Agents-দের Agency Commission হিসেবে ৭% Commission প্রাপ্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু বাজার প্রতিযোগিতার কারণে Agent-গণ ২-৩% Commission প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ঠ Commission যাত্রীকে ছাড় দিতে হয়। তদুপরি Commission এর উপর ৩% উৎসে কর প্রদান **Travel Agent**-দের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

২৭. টিকেটের সাথে আয়কর আদায় ঃ রাজস্ব বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং বছরান্তে আয়কর প্রদানের জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে Travel Tax সংগ্রহ পদ্ধতির মতো টিকেট মূল্য অনুযায়ী টিকেট ইস্যুর সাথে সাথে চূড়ান্ত আয়কর সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। এতে করে টিকেটের সাথে আয়কর আদায় কার্যক্রম চালু করা হলে Travel Agency হতে প্রাপ্ত সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

২৮. "DCCI Help Desk" স্থাপন ঃ ডিসিসিআই'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায়ী সমাজকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদানের জন্য "DCCI Help Desk" স্থাপন করা হয়েছে। ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক থেকে আরজেএসসি সংক্রান্ত সকল অনলাইন সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। এ Help Desk থেকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারী তাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি খুঁজে পাবেন। আমরা আশা করি **জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে"DCCI Help Desk" এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন**।

আজকের এ সভা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর নব-নির্বাচিত পর্ষদকে সময় দানের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দেশে শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পক্ষ হতে যেকোন প্রকার সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ,

হোসেন খালেদ
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।